195085 - বৃষ্টি নামলে দুআ করা কি মুস্তাহাব, বৃষ্টিপাত ও বজ্রপাতের সময় কি পড়তে হয়?

প্রশ্ন

বৃষ্টি নামলে, বিজলি ও বজ্রপাত দেখে কি দুআ পড়তে হয়? দুই: বৃষ্টিপাতকালে পঠিত দুআ মাকবুল- এ সংক্রান্ত হাদিসটি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন: “আল্লাহুম্মা, সায়্যিবান নাফিআ (হে আল্লাহ, এ যেন হয় কল্যাণকর বৃষ্টি)।[সহীহ বুখারি, ১০৩২]

আবু দাউদের বর্ণনায় (নং ৫০৯৯) হাদিসটির ভাষা হচ্ছে- “আল্লাহুম্মা, সায়্যিবান হানিআ (হে আল্লাহ, এ যেন হয় তৃপ্তিদায়ক বৃষ্টি)।[আলবানি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

الصيب (আল-সায়্যিব) শব্দের অর্থ হচ্ছে- প্রবহমান ও চলমান বারিধারা। শব্দটি صاب يصوب থেকে উদ্ভূত; যার অর্থ হচ্ছে- নামা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ(অর্থ- আকাশ থেকে অবতীর্ণ বারিধারার মত)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯] এ শব্দটি فيعل এর ওজনে الصوب শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে। [দেখুন: খাত্তাবীর ‘মাআলিমুস সুনান’ (৪/১৪৬)]

বৃষ্টিতে বের হওয়া, শরীরের কিছু অংশ বৃষ্টিতে ভেজানো সুন্নত। আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে তিনি বলেন: একবার আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম; তখন আমাদেরকে বৃষ্টি পেল। তিনি বলেন: তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গায়ের পোশাকের কিছু অংশ সরিয়ে নিলেন যাতে করে গায়ে বৃষ্টি লাগে। তখন আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কেন এমনটি করলেন? তিনি বললেন: “কারণ বৃষ্টি তাঁর প্রতিপালকের কাছ থেকে সদ্য আগত”।[সহিহ মুসলিম (৮৯৮)]

যখন প্রবল বৃষ্টি হত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: “আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা, ওয়া লা আলাইনা, আল্লাহুম্মা আলাল আ-কাম ওয়ায যুরাব ওয়া বুতুনিল আওদিআ ওয়া মানাবিতিস শাজার” (অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের আশপাশে বৃষ্টি দিন, আমাদের উপরে নয়। হে আল্লাহ! পাহাড়-টিলা, খাল-নালা এবং উদ্ভিদ গজাবার স্থানগুলোতে বৃষ্টি

দনি।)[সহহি বুখারী (১০১৪)]

পক্ষান্তরে, বজ্রপাত শুনে যে দুআ পড়তে হয়: আব্দুল্লাহ বনি যুবায়রে (রাঃ) থকে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তনি বিজ্রপাতরে সময় কথা বন্ধ রাখতনে এবং বলতনে: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ(অর্থ-তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ্র এবং সব ফরেশেতা, সভয়ে।)[সূরা রাদ, আয়াত: ১৩] এরপর বলনে: এটি দুনয়িাবাসীর জন্য চরম হুমকি।[আদাবুল মুফরাদ (৭২৩), মুয়াত্তা মালকে (৩৬৪১) ইমাম নববী ‘আল-আযকার’ গ্রন্থে (২৩৫) এবং আলবানি ‘সহহি আদাবুল মুফরাদ’ গ্রন্থে (৫৫৬) হাদসিটরি সনদকে সহহি বলছেনে]

এ বষিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকে বর্ণতি কোন মারফু হাদসি আমাদরে কোন জানা নইে।

অনুরূপভাবে আমাদরে জানা মতে, বজিলি দখেলে পঠতিব্য কোন দুআ বা যকিরিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকে সাব্যস্ত হয়নি। আল্লাহই ভাল জাননে।

দুই:

বৃষ্টপিাতরে সময় বান্দাদরে উপর আল্লাহর রহমত, করুণা ও সম্পদরে সচ্ছলতা নাযলিরে সময়; তাই এটি দুআ কবুলরে উপযুক্ত মওকা। সাহল বনি সাদ (রাঃ) থকে বর্ণতি হাদসিে এসছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “দুইটি দুআ প্রত্যাখ্যান করা হয় না। আযানরে সময়রে দুআ ও বৃষ্টরি নীচরে দুআ।”[হাকমে এর ‘মুস্তাদরাক’ (২৫৩৪), তাবারানী এর আল-মুজাম আল-কাবীর (৫৭৫৬), আলবানি সহহিুল জামে গ্রন্থে (৩০৭৮) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে।

হাদসিরে বাণী والدعاء عند النداء অর্থ- আযানরে সময় দুআ কংিবা আযানরে পররে দুআ।

হাদসিরে বাণী: وتحت المطر এর অর্থ হচ্ছে- বৃষ্টি নাযলিরে সময়।

আল্লাহই ভাল জাননে।